April 16h 2005

Anjali

পূজারীর সশ্রদ্ধ নিবেদন
বৈশাখী ২০০৫

Pujari celebrates Baisakhi '05

শুভ নববর্ষ

১৪১২

MTV ও বিশ্বায়নের কল্যাণে বঙ্গসংস্কৃতির অনেককিছুই আমরা আজ ভুলে যেতে বসেছি। তবু বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি বাঙালী কি কখনো ভুলতে পারে? কে ভুলতে পারে ছেলেবেলার দিনগুলির কথা? নতুন জামা কাপড় পরে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রতিবেশীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়া, বয়স্কদের প্রণাম সেরে পেটপুরে মিস্টি খাওয়া - এসব মধুর স্মৃতি কি সহজে হারিয়ে যেতে পারে? আমরা যারা বড় হয়েছি তথাকথিত বিশ্বায়ন-পর্ব শুরু হওয়ার আগে, পয়লা বৈশাখের এই রূপ তাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। তাই বছরের এই সময়ে প্রবাসী প্রাণ ফিরে যেতে চায় শৈশব-কৈশোরের সেই অকৃত্রিম আনন্দের দিনগুলিতে, যখন জাগতিক উন্নতির ইঁদুর-দৌড় চারিদিকের ছোট ছোট আনন্দকে ঢেকে ফেলেনি। আমাদের আশা, পূজারী-আয়োজিত বৈশাখী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনারা ছেলেবেলার নির্মল আনন্দের কিছু ছোঁওয়া পাবেন, প্রবাসের যান্ত্রিক জীবনের থেকে কিছুটা মুক্তি পাবেন। প্রতিবারের মতো এবছরের অনুষ্ঠানের পিছনেও রয়েছে বহু মানুষের একনিষ্ঠ পরিশ্রম। পশ্চীমী সমাজের নিদারুণ ব্যস্ততা, রুজি-রোজগারের নিরন্তর তাড়না, পরিবারের মৃদু (এবং মাঝে মধ্যে প্রবল) তিরস্কার - কোন কিছুই কাবু করতে পারেনি এই কর্মীবাহিনীকে। 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'- বৈশাখীর আনন্দানুষ্ঠানকে সফল করার লক্ষ্যে এমনই মশগুল এই কর্মীদল।

আপনাদের ভালোলাগার সমস্ত উপকরনই রয়েছে আজকের অনুষ্ঠানে। রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রনৃত্য, আবৃত্তি, নজরুলগীতি ও রাগপ্রধান, এমনকি আধুনিক- বাঙালী সংস্কৃতির কোনদিক-ই উপেক্ষিত হয়নি আজকের সন্ধ্যায়। এরপরেও আছে শিশুদের নৃত্যনাট্য 'বীরপুরুষ'। নিশ্চয়-ই মনে আছে, সেই ছেলেবেলায় পড়া 'মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে'.....। আশা করা যায়, আপনাদের উপস্থিতি ও উৎসাহ ছোটদের অনুপ্রানিত করবে ও বাঙালী সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট রাখবে। এছাড়াও রয়েছে মনোজ মিত্রের দুর্দান্ত নাটক 'নৈশভোজ'। সবমিলিয়ে একটা জমজমাট ব্যাপার। এসবের মাঝে সুযোগ বুঝে নৈশভোজটি সেরে নিতে ভুলবেন না যেন। সেখানেও আমাদের কর্মীরা ব্যবস্থার কোনরকম কার্পণ্য করেননি।

তাহলে আসুন, আর দেরি না করে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করা যাক। আশা করছি, ক্ষনিকের জন্য হলেও আমাদের এই সন্ধ্যানুষ্ঠান আপনাকে নিয়ে ফেলবে রূপসী বাংলার বুকে, কাছে নিয়ে আসবে প্রিয় বাংলার শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে পূজারীর তরফ থেকে জানাই শুভ নববর্ষ। কামনা করি আপনার ও আপনার আত্মীয়-পরিজনের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল।

অঞ্জলী

Executive Team | Recipe Corner | Short Story | Articles
Event Schedule | Poems | Fun Stuff

At the outset, Pujari Executive Committee wish Shubho Nabobarsho to all of you.

Poila Baishakh is a very auspicious day for all Bengalis. It is indeed a momentous occasion and to celebrate the sacred event Pujari welcomes you all to the cultural evening of Nabobarsho celebration. This is also the precious moment for us when we get the opportunity to welcome our new members as well as non-members on board with renewed enthusiasm. We are thankful to our dedicated volunteers, friends and committee-members for devoting their priceless effort and time to make every Pujari event a blooming success.

PUJARI EXECUTIVE TEAM, 2005

President:
Gouranga Banik
1735 Canton Lane
Marietta, GA 30062
770-579-8594
gbanik@bellsouth.net

Vice Presidents:
Prosenjit Dutta
2610 Leeshire Ct
Tucker, GA-30084-3023
770-939-3833
p_dutta@yahoo.com

Sudipto Ghose
3208 Collingwood Lane
Alpharetta, GA 30022
678-297-0137
sudipto@comcast.net

Secretaries:
Prabir Bhattacharyya
3320 McClure Woods Dr
Duluth, GA-30096-8739
678-473-4610
prabirkb@hotmail.com

Paromita Ghosh
550 Guildhall Place
Alpharetta, GA 30022
770-442-1202
paromita_ghosh@yahoo.com

Treasurer:
Susanto shaha
220 Ashlee Oaks Ct
Alpharetta, Ga-30022
678-393-0450
sushanta_saha@yahoo.com

Cultural:
Amitava Sen
442, Kenilworth Circle,
Stone Mountain, GA-30083
404-294-4833
sen.amitva@gmail.com

Publication:
Sutapa Datta
771 Lindbergh Dr NE
Atlanta, GA-30324
404-442-8311
sutapa_datta@yahoo.com

Public Relations:
Indroneel Majumdar
1625 Elgaen Place Dr
Roswell, GA-30075
770-643-1579
indroneel@bellsouth.net

Webmaster:
Samaresh Mukhopadadhyay
566, Oxford Close,
Alpharetta, GA-30005
678-366-9299
samareshm@yahoo.com

নুতন দুর্গাপ্রতিমার জন্য সাহায্যের আবেদন

প্রিয় সুধীবৃন্দ,

এবছর শারদীয়া দুর্গাপুজার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা শুরু করেছি। গত কয়েকবছর ধরে আমাদের দুর্গামূর্ত্তির ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যথাসাধ্য মেরামতি করেও যা সারানো দুস্কর হয়ে পড়ছে। তাই পূজারীর নিষ্ঠাপূর্ণ পূজার ঐতিহ্য বজায় রাখতে আমরা দেশ থেকে এবছর নুতন প্রতিমা আনতে উদ্যোগী হয়েছি।

নুতন প্রতিমা আনা সুধু প্রয়াসসাপেক্ষ নয়, এক ব্যায়ব্যহুল ব্যাপার। তাই পূজারীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে এব্যাপারে সাহায্য বা অনুদানের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের আশা যে আপনাদের সকলের উদার সহযোগিতায় এবছর দশভূজার নবকলেবরে প্রকাশ হবে অ্যাটলান্টায়।

বিনীত,

গৌরাঙ্গ বনিক

সভাপতি, পূজারী

পুন: সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা:

সুশান্ত সাহা, কোষাধক্ষ্য, পূজারী

220 Ashlee Oaks Ct., Alpharetta, GA 30022 . (Please make checks payable to Pujari Inc.).

This Weekend

(The Pope's funeral and Prince Charles' Wedding)

A funeral and a wedding – you say?
But if I'd been invited to either of them
I'd have to say "Nay"
For I'm committed to rehearse
For your dance and play!
Oh! What a day!

Amitava Sen

Brief Event Schedule

(More details on page 16 — 19)

Udbodhon

"Birpurush"

Dance with Rabindrasangeet

"Sajher Ronge Ushar Raage"

Intermission & Dinner

Recitation

"Tobu Mone Rekho"

"Bangla Dhara" presents Manoj Mitra's "Naishabhoj"

Every time You Move

(A poem from the past: a hope for the future)

-Amitava Sen, April 2005

Every time you move, you get the opportunity
-to shift through your belongings and save
Only that which you would like to cherish
Every time you move, you defrag and rekindle
-your fond memories and rewrite your history
In the pages of your mind…

At least that's how it worked when, in India, our family of six moved from place to place every few years, packing all our belongings into one first class cabin of the train.

Over here, things are different. You can hire movers and giant trucks, and hardly anything needs to be thrown away. And just like all our computer hard disks that keep filling up with stuff, our houses keep filling up with boxes that remain unopened for years, and our history just accumulates – perhaps never to be told to anyone.

I opened a box recently that contained several years of Bengali brochures and magazines from Pujari and other Bengalis groups in Atlanta. And I thought some of those early literary efforts are well worth reading over again – perhaps giving a fresh historical perspective to the newer generation of Bengalis here today. So I will bring you selected nuggets of short stories, articles, and poems from those pages, starting with this short poem I had written in 1993 when the Middle East was, as usual, in a crisis, and there was a renewed hope of resolution and the coming of everlasting peace…

Amitava Sen.

What I Am

Amitava Sen,,October 1993

By birth a Bengali, proud to be related by blood
to my greater family, and to the source of all that there was
great in the age of renaissance in modern India –
the same songs of bauls, vaishnavs, and bhatiali –
green fields, palm trees, flowing rivers –
that stirred the souls of poets
and simple farmers, artisans, weavers, and clerks;
By history an Indian, part of an ancient civilization,
Hindu thought and wisdom, the nonviolence of Asoka and Gandhi
amidst a nation full of diversity, turbulence, and turmoil;
By geography an Asian, sharing the same bread with neighbors and friends –
Buddhists or Muslims, Christians, Jews, or atheists,
feeling the pain of Koreans plundered in LA riots,
the suffering of Afghans bereft of their homeland;
By training an engineer, analytic, and striving
for products of the best quality,
giving concrete form to ideals;
By nature a musician, speaking the universal language,
taking time,
perfecting the art of speaking from the heart;
By choice an American, embracing liberty,
justice, freedom of expression, and change –
along with the fast lane of life;
But above all a father, a husband, and a citizen of the world
rejoicing with Arafat and Rabin –
with hopes to see the end of the thousand-year-war;
Rejoicing –
that in spite of Bosnia, Somalia, and the birth pains of
several little "nations,"
peace is still in our minds.

THE BLUEBIRD

Sounak Kumar Das

Automobiles light the streets,
Airplanes fill the sky,
A little blue bird flaps its wings,
Getting ready to fly.
Mystery has filled his head,
About where he will go;
In the air and far beyond
Leaving his own sweet home.
Now I think I will leave up to him
What to decide,
Whether he will fly away,
Or stay by my side.

বসন্তের আগমন

সুতপা দত্ত

বসন্তের আগমনে-
সেজে ওঠে প্রকৃতি
শুরু হয় উৎসব
ফাগের ছোঁওয়ায় রেঙে ওঠে মন।
বেজে ওঠে কাঠি, মৃদঙ্গ, মন্দিরা
পলাষের আভরণে-
নেচে চলে দলে দলে, ছেলেমেয়েরা।
হাতে পলাশ, গলায় পলাশ, মাথায় পলাশ
রাঙিয়ে তোলে পলাশ-
শুরু হয় বসন্তের গান, পাঠ!
এযে বসন্তোৎসব!
এক আনন্দোৎসব!

নবান্নসকাল

প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী

এই তো এসেছে নবপত্রিকা আনার ধুম
মন্ডপে মন্ডপে
শেষের শেষ হাতছানি ভুলে
চলেছে অস্বচ্ছ অতীত ছাড়িয়ে
ফাল্লুযা, ডারফুর এর
বিষাদ কটোর পেরিয়ে
এক অদ্ভুত শুন্যতা
নিরন্তন ঋতু পেরিয়ে-
ছোটদের তো এসব দেখবার কথা ছিল না-
'কেন দেখলি বাবা?
তারকব্রহ্ম জপ কর এই বেলা'।
ধোপধুরস্ত ধুতির ওপর নিপুণ পিরানের ছটা,
লেগে পড়ো জাফরান মেশাতে নতুন চালে
নতুন বৈশাখের সন্ধ্যায়
কিছু টাটকা রবিঠাকুর
আবার, আবার জমবে ভালো
এই তো এসেছে নবান্নের সকাল
লেগে পড়ো গো তোমরা-
অনিহার টুকড়ো-টুকড়ো চাল এবার পোড়োতে।

You are what your Chocolate is

Amitava Sen

The days for checking horoscopes for marriage partners are over –

Now just get a variety box of Russell Stover –

You know the guy who eats nuts

Will fall for the gal with guts

And those who like circles and diamonds

May shun the clover.

THE TIMES OF INDIA

ANI [TUESDAY, MARCH 22, 2005 05:55:26 PM]

LONDON: The kind of chocolates that you nibble at reveal your personality, a study shows.

A poll by Woolworths that involved a thousand people choosing their favourite shapes and flavours in chocolates revealed that while quiet people loved coconut chocolates, sociable and popular people preferred fudgy ones.

"The most striking finding was that life and soul of the party types preferred very sweet centres and shy people opted for bitter-sweet ones," The Mirror quoted Abigail Millings, a psychologist from East Anglia University as saying. Personality traits listed according to chocolate types in the study were:

Nuts: Laid back but methodical, tend to think first then act. Can be introverts.

Coconut: Perfectionists and thinkers. Quiet.

Coffee: Thoughtful but tend to let others make decisions.

Fudge: Act first, think later. Easy going at work. Sociable and popular.

Shapes were also considered decisive of traits; while sociable people opted for circles and diamonds, relaxed types chose to eat oval ones and the shy preferred rectangle choco- lates.

The Statesman
-Internet edition

While all and sundry enjoy a good prank, few know the origins of Fool's Day. It all began in France in the 16th century when New Year's Day was April 1. In 1562, however, Pope Gregory introduced a new calendar for the Christian world according to which the year began on the first day of January. In keeping with the vagaries of human nature, there were the holdouts who refused to accept the change and continued to observe April first as New Year's day complete with celebratory parties and the rest. In France today April 1 is called 'poisson d'avril' (April Fish). This relates to the quaint gag of pinning paper fish on the backs of the old timers, described as April Fools, who still believe in the 'old' new year.

[Sounds like a fun tradition – now poila boishakh started around the same century – does anyone know what would be the equivalent Bengali Fool's Day?]—Amitava Sen

Pujari welcomes and encourages all the members & non-members to contribute for "Anjali", which promotes culture through literature and fine arts.

You may send your articles / poems / artworks / short stories etc. to Sutapa Datta at sutapa_datta@yahoo.com for our forthcoming Puja edition.

সন্তানের অসুখ করলে পিতামাতার মন খারাপ হয়ে যায়

আপনার সন্তানের

সঠিক ও গুনগত চিকিৎসার জন্য রয়েছে

কমিউনিটির সুপরিচিত চিকিৎসক

Dr. Muhammad Ali (Manik) MD, FAAP

Board Certified

EASTSIDE PEDIATRICS P.C.

We accept Medicaid, Peachcare and all other types of Insurance

2311-D Henry Clower Blvd.
Snelville, GA 30078

770-982-0255

Mon-Thurs: 9 am-5 pm
Fri: 9 am- 1 pm Sat: 10 am- 1 pm
Sun: Closeed

ওরা দেখতে আসছে

শম্পা নাথ

রোজ ঠিক সকাল ছ'টায় জল আসে। তাই বালতি হাথে তাপসী কলতলার দিকে এগোচ্ছিল। পেছন থেকে দীপা ডেকে বলল --তপুদি আজ জল আসেনি।

--ওমা এখনো জল আসেনি?

--হ্যাঁ গো, আমি কতবার করে কল খুলে দেখছি--

ওপর থেকে তাপসীর মা অণিমাদেবী জোরে বোলে উঠলেন,--সে কি এখনো জল আসেনি?
এই কর্পরেশনের লোকগুলো জ্বালাল। এখন কি করি? ও তপু, তুই একবার বালতি দুটো নিয়ে পোদ্দার বাড়ী যা না, রান্নাঘরে একফোঁটাও জল নেই, উনি তো খেয়ে বেরুবেন।
তাপসী আপত্তির সুরে বললো,--না আমি যেতে পারব না। ঐ বাড়ীর বুড়োটা বড্ড বাজে ভাবে কথা বলে। জল দিতেই চায় না।

এমন সময় দীপা একটা বড় বালতি নিয়ে এসে তাপসীর সামনে রেখে বলল,--চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

আণিমাদেবী ওপর থেকে চশমার ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে দীপার কথায় তপুর মুখে যেন এক ঝলক হাঁসি ফুটল। ঠিক তখনই বারোয়ারি কলঘর থেকে দীপার দাদা বাপি বেরিয়ে এসে বলল,--কি রে এত সকাল সকাল দুই হিরোইন কোথায় চললি?

দুজনে বালতি হাতে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে যাবার দিকে দেখতে দেখতে অণিমেদেবী ভাবলেন, উফ, তপুটার কি মেজাজই না হয়েছে। মেয়েদের ঠিক বয়েসে বরের ঘর করতে না পারলে বোধহয় এইরকমই হয়। হায়রে যার যা কপাল। তাঁর বিয়ে হয়েছিল উনিশ বছর বয়েসে, কত স্বপ্নই না দেখেছিলেন, কিন্তু কিছুই সত্যি হয় নি.....শুধু অভাব আর অভাব। পরক্ষণেই মনে পড়লো এই জলের ঝামেলা নিয়েই হয়তো তাঁকে স্বর্গে যেতে হবে। আজকাল এসব ভাবতেই ভাল লাগে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি রান্নাঘরের দিকে এগোলেন।

দীপা টিউশানির টাকা থেকে একটা নেলপালিশ কিনেছে। তাপসী আর ও দুজনে খাটে বসে তাই লাগাচ্ছিল, আর নিজেদের হাথের সৌন্দর্যবৃদ্ধি দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হচ্ছিল। দীপা হঠাৎ বলে উঠল,--এই তপুদি, আমার সঙ্গে একদিন নিউমার্কেট যাবে?

--নিউমার্কেট? কেন? তুই আবার নিউমার্কেট থেকে কি কিনবি? জানিস ওখানে জিনিষের কি দাম? ছোটপিসির মেয়ে মহুয়ার বিয়ের বাজার তো ওখানেই হয়েছিল। বাব্বাঃ, দাম শুনলে ট্যারা হয়ে যাবি।

দীপা দুষ্টু হেসে বলে,--জানি গো জানি। কিন্তু রীতাবৌদি না নিউমার্কেট থেকে দারুন একটা পিওর সিল্ক কেনেছে।

--ও তাই তুই নিউমার্কেট যেতে চাস? শাড়ি তো যাদবপুরেও পাওয়া যায়। তুই ওখান থেকেই কেন না?

--দূর, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি কিনবো না ছাই। একটু নিউমার্কেটটা দেখে আসতাম আরকি।

এই কথায় দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে। পেছন থেকে ধমকের শুরে অণিমাদেবী বলে ওঠেন,--কি হচ্ছে কি? আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এসে পড়বে যে?

মেয়েকে একটা ঠেলা মেরে বললেন, যা না গা ধুয়ে তৈরী হয়ে নে। দীপা, তুই এখন নীচে যা, ওরা এলে ডাকব। ও হ্যা, বাপিকে একটু পাঠিয়ে দে না, মিষ্টিটা আনিয়ে রাখি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ ভেঙিয়ে বলে ওঠে,--এই এক হয়েছে, এক এক দল আসবে আর পেট পুজো করে চলে যাবে।

--ছিঃ, এরকম বেলে না মা, বলতে বলতে সুধীরবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এই পশ্চাশোর্ধ চেহারাটা আজ বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আর এই বায়েসে কি ফ্যাক্টরি ম্যানেজারি পোষায়? তাঁর অন্যান্য বন্ধুরা প্রায় সবাই এখন অবসরপ্রাপ্ত। কিন্তু তাঁর এখনো ঘানি টেনে যেতে হচ্ছে। সবই কপাল। তাঁর শীর্ণকায় শরীরটা দিনদিন আরও শুকিয়ে আসছে। তবু গাড়ী তো চালিয়ে যেতেই হবে। তারপর মেয়েটা বড় ভাবায়। একে পাত্রস্থ না করতে পারলে তো মরেও সুখ নেই। আজ আবার একদল আসবে দেখতে। কজনই তো দেখে গেল। কিন্তু কারও মুখ থেকে উনি স্পষ্ট 'হ্যাঁ' শুনতে পেলেন না। যদি বা হ্যাঁ শোনেন, তো সাথে লম্বা লিস্ট। তাঁর মেয়ে তো তেমন ফ্যালনা নয়। দুটো পাশ, গায়ের রঙটাও ভালই, চোখমুখ--মন্দ না, নেহাৎ বয়সটাই যা বেশি। সামনের অঘ্রাণে বত্রিশে পড়বে। তাই বলে কি বিয়েই হবে না? না না তা কেন। ভাবতে ভাবতে তিনি স্ত্রীর হাত থেকে মুড়ির বাটিটা হাতে নেন।

অণিমাদেবী যথারীতি পাশে বসে রাণিং কমেন্ট্রী চালিয়ে যান। জানো টুনি বলছিল যে পাত্র হয়তো দেওয়া-থাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাবে না, ওদের নাকি সবই আছে। টুনির বরের বন্ধু কিনা, তাই ও সবই জানে। পাত্র কিন্তু দারুণ-বি এ পাশ, রেল-এ চাকরি করে, এখন ঠাকুরের কৃপায় যদি সব ... হ্যাগো তুমি কিন্তু গায়ের জামাটা পাল্টে নেবে ,বলতে বলতে উনি উঠে গেলেন। সুধীরবাবুর এইসব কথা শূনতে বিরক্তি লাগলেও মুখে কিছুই বলতে পারেন না, হাজার হোক মায়ের মন তো। মেয়ের বিয়ে নিয়ে বাপমায়ের জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই, তা উনি জানেন। তবে তার যে কোন পারিবারিক সঙ্গতি নেই, তা যেন মনকে বড় খোঁচায়। মাসের তিরিশটা দিন যে কিভাবে জোগার হবে, তা ওরা তিনজনেই ভালভাবেই জানেন। তারপর পাঁচশো টাকা ঘরভাড়া, বিয়ের খরচা কিভাবে জোগাড় হবে, তা ইশ্বরই জানেন। পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন-না না,তবু একটা ভাল বিয়ে হোক। মা আমার স্বামীর ঘর করুক, এ ছাড়া ইশ্বরের কাছে কিছুই চাই না। তিনি হাতদুটো কপালে ঠেকালেন।

কেমন ঘেয়ো কুকেরের মত তাড়িয়ে দিল। রাজু, মন্টু সবার কিছু না কিছু জুটে গেছে। এই তো সেদিন বিল্টুর সাথে কথা হল। বলে কিনা, গুরু ওসব চাগড়ীর আশা ছাড়। আমাদের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে আছে তো বল, বসের সাথে কঠা বলিয়ে দিচ্ছি। ডেইলী পঁচিশ ট্যাকা। কম কথা? আর এ লাইনে একবার উন্নতি করতে পারলে ভবিষ্যৎ একেবারে ফর্সা। বাপি মনে মনে ভাবে, শালা, বলে কি না ওদের লাইন। আসলে ব্ল্যাকের টিকিট বেচে। এটা আবার ব্যাবসা। নকুলদার পার্টির কাজটা বেশ চলছিল। মাঝখান থেকে ওর ভাইটা বাগড়া না দিলে এত দিনে পার্মানেন্ট মেম্বার হওয়ার চান্স ছিল। বাবার এই ছোট্ট মুদির দোকানে বসতে ভালই লাগেনা। সব সময় বুড়োর নজর এই বুঝি ছেলে ক্যাশবাক্স থেকে কিছু সরালো।

ধুর শালা, পুরো সিস্টেমটার ওপর রাগ ওঠে।

ক'দিন থেকে বাড়িতে সবাই কেমন থম মেরে গেছে। সেদিন মেয়ে দেখতে এসে পাত্রপক্ষের কতই মধুর মধুর কথা। সবাই তো পাত্রের মায়ের ব্যবহারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল ইশ্বরের কৃপায় এবারটি কিছু একটা হবে। ওমা, চিঠি এসেছে যে ওদের মেয়ে পছন্দ য়নি। প্রতিবারেই এইরকম খবরে মনটা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আবার মনে স্বপ্ন জাগে। অথচ তাপসী এবার যেন বড্ড চুপচাপ। বেশ ক'দিন হল কারো সাথে ভাল করে কথা বলছে না। অণিমাদেবী আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে স্বামীর কাছে সেই কথা বলতে গেলে সুধীরবাবুর চোখ দুটোও জ্বালা করে ওঠে।

রবিবাবু মানে দীপার বাবা বেশ রাতে দোকান বন্ধ করেন। বাড়ী ফিরে রাত্রে রুটি-তরকারি খেতে খেতে তাপসীর সম্পর্কে অনেক কথাই হচ্ছিল। প্রায়ই এই মেয়ে দেখা নিয়ে কথা হয়। উনি এইসব সেকেলে সিস্টেমের কট্টর বিরোধী। তাই মাঝে সাঝেই এই বষয়ে কয়েকটা মন্তব্য করে ফেলেন। যেমন আজ বললেন, যত দিন মেয়েদের পণ্য হিসেবে ভাবা হবে, ততদিন এই বিশ্রী নিয়ম মেনে চলতে হবে। দূর্ভাগ্য আর কাকে বলে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

উঠোনে চৌকি পেতে বাপি শুয়ে শুয়ে বাবার এইসব কথাগুলো শুনছ। তাপসীদের সঙ্গে ওদের পরিচয় আজ প্রায় কুড়ি বছর। এবং তাপসীর প্রতিটা পাত্রের সঙ্গে তার পরোক্ষভাবে পরিচয় হয়েছে। মানে কাউকে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাড়ি নিয়ে আসা বা পৌঁছে দেওয়্যা তাছাড়া প্রতিবার এরা আসার আগে মিষ্টি আনা তো আছেই। এই অভাবের সংসারেও মাসীমা অতিথি আপ্যায়নের এতোটুকু ত্রুটি রাখেনন না। এইসব ভাবতে ভাবতে তার মনটা কেমন উতলা হয়ে ওঠে। কি একটা চাপা ব্যাথা মনে বাজে।

মনে পড়ে যায় এই বাসাবাড়িতে প্রথম ওরা আর তাপসীরাই ভাড়া নিয়ে এসেছিল। এখন না হয় পাঁচ-সাত ঘর ভাড়াটে,কাচ্চাবাচ্চার চ্যাঁচামেচি। আগে প্রায়ই লুডো খেকত ওরা। আর হেরে গেলে কি ঝগড়াই না করত তপুটা। এখনও অবশ্য সকালে জলের বালতি নিয়ে ঝগড়া করে। কিন্তু মেয়েটার মনটা বেশ ভাল। কখনও-সখনও দরকার পড়লে দু'-চার টাকা দিয়েছে। এই চো গতবছর কালীপুজোতে সব বন্ধুরা মুরগীর মাংস খাবে বলে চাঁদা তুলেছিল। পকেট গড়ের মাঠ দেখে তপুটা টাকা লুকিয়ে দিয়েছিল। সেই টাকা আজও ফেরত চায় নি।

বাপির হঠাৎ যেন পুরুষজাতির ওপর একটা ধিক্কার আসে। তবে কি তপুটা আইবুড়োই থেকে যাবে? একটা অজানা শক্তি তাকে প্রায় শোয়া থেকে দাঁড় করিয়ে দেয়। একবার ওপরে তাকিয়ে দেখেন মাসিমারা এখনও জেগে আছেন। আর কোন কথা নয়, সোজা উঠোন পেরিয়ে ধূপধূপ করে সিঁড়ি বেয়ে ও ওপরে উঠে যায়।

আকাশটা আজ বড্ড গুমোট করেছে। এতটুকু হাওয়া নেই। রান্নাঘরে মাদুর পাততে পাততে তাপসী কেমন উদাস হয়ে যয়। ভাবে এই কি নিয়তির পরিহাস? কপালে এই ছিল?

পাশের ঘরে অণিমাদেবি ও সুধীরবাবু তখনও জেগে। তাদের টুকরো টুকরো কথা তার কানে আসে। বাপী যে তাকে বিয়ে করতে চায়, সেই কথা শুনে ওনারা প্রথমে থতমত খেয়ে গেলেও এখন যে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা তাপসীর বুঝতে বাকি থাকে না।

ও কান পেতে শোনে মা বলছে, কি গো কিছু বলো? বাবা বলছে, কি আর বলবো? বলবার আর আছেটাই বা কী? আমি তো এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না। বাপি নিজে এসে প্রসতাব দিয়ে গেল যে সে তপুকে বিয়ে করতে চায়। আমার তো নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছে না। চাকরি-বাকরি করে না, তার ওপর ওদের সংসারের যা হাল। আমার কিন্তু ওর কথায় বেশ রাগ উঠে গেছিল। নেহাৎ ছেলেবেলা থেকে চিনি, তাই মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

আণিমাদেবী কথাটা শেষ না হতেই বলে উঠলেন, আমিও কথাটা শুনে থতমত খেয়ে গেছিলাম। তবে তোমার সবটাই বেশি বেশি। বাপি কি খুব মন্দ পাত্র? বাবার দোকান আছে। মানে খাওয়া-পরার দিকটায় নিশ্চিন্ত। তাছাড়া ওকে আমরা ছোট থেকে চিনি। কোনো বদ নেশাটেশা আছে তো দেখিনি। তোমার মেয়েরও তো বয়স কম হল না। এখানে বিয়ে হলে কিন্তু মেয়ে তোমার চোখের ওপরেই থাকবে। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখো বেঝলে?

তাপসী বাপ-মায়ের আলোচনা শুনে স্তম্ভিত। এও কি সম্ভব? শেষে মা এরকম কথা বলছে? মায়ের কথাগুলো তার ভীষণ কানে লাগে। বাপির প্রসতাবে আপত্তি তো করলই না, উল্টে তাতে সায় দিচ্ছে। তবে কি ও বাপ-মায়ের কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে? ওরা কি মুক্তি চায়? বিয়ে হবে সংসার করবে, এইরকম স্বপ্ন তো কমবেশি প্রত্যেক মেয়েই দেখে থাকে। তাই বলে বাপির সঙ্গে বিয়ে? ভগবান, আর কত লীলা দেখাবে তুমি?

তার চোখের পাতা ভিজে আসে। জল গড়িয়ে টপটপ করে বালিশে পড়তে থাকে।

বুকের মাঝখানটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা, কি যেন সব হারিয়ে গেছে। এত হতাশা, এত বিষাদ কোত্থেকে এসে মনটায় জুরিয়ে বসল! মনটার সাথে সাথে জিভটাও যেন কেমন বিস্বাদে তেতো তেতো লাগছে। মনীষা রুদ্রের অন্তরে এ কিসের দ্বন্দ? এ কি নিজের পরিস্থিতি মেনে নিতে না পারার জন্য হাহাকার! নিজের একমাত্র সন্তান মানবকে নিয়ে ২৭ বছর আগে যে মনীষা রুদ্র জীবন সংগ্রামে পা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সে সংগ্রামে লোকচক্ষে তিনি সফলতা লাভ করেছেন। মানবের দশ বছর বয়সে তিনি ওনার স্বামী, রাধামানব কলেজের প্রিন্সিপল অজয় রুদ্রকে হারান। নিজে স্কুলে অঙ্কের শিক্ষিকা হওয়ায় ছেলেকে নিজেই অঙ্ক শেখান। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে মানব ১০ এর মধ্যে থেকে অন্যান্য সাবজেক্টের সাথে অনিবার্য্য ভাবে অঙ্কে লেটার নিয়ে মায়ের মুখ উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

বর্তমানে মানব রুদ্র একটা টেকস্টাইল কোম্পানীর বড়কর্তা। টেকস্টাইল ইঞ্জিনিয়ার সুদর্শন মানব রুদ্র আজ এতো বড় পদমর্যাদায় শুধু নিজের মেধা ও যোগ্যতায় উঠতে পারেনি। এর পেছনে রয়েছেন তাঁর শ্বশুর মশাই কেশব মল্লিক। কেশব মল্লিক ঐ কোম্পানির একজন বড় অংশীদার। চতুর কেশব মল্লিক নিজের মেয়ের সাথে মানবের পরিচয় করিয়ে দেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিচয়ের ঘনিষ্টতা স্বামী-স্ত্রীর পরিণয়ে ধরা দেয়।

বুদ্ধিমতী মনীষা রুদ্র কোনো আপত্তি না করে ছেলেকে শুধু বলেছিলেন, 'নিজেকে পুরোপুরি কারোর কাছে বিকিয়ে দিয়ো না'। ছেলেকে নিজের হাতে করে অঙ্ক শিখিয়ে বড় করেছেন, কিন্তু হয়তো কোথায় একটু ভুল ছিল, তাই বাকী জীবনটাও একাই রয়ে গেলেন। আরো ২ বছর মনীষা রুদ্রের চাকুরী আছে, নিজের জন্য তিনি আর ভাবেন না। যতদিন শক্ত আছেন, কিছু না কিছুতে উনি ব্যস্ত থাকবেন। কেশব মল্লিক অবশ্য ওনাকে একটা প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন, 'মিসেস রুদ্র, আপনি তো অঙ্কেরই টীচার, আপনি বরঞ্চ আমাদের কোম্পানীতে এসে আমাদের হিসাব নিকাশের কাজটা করুন, তা হলে আমরা দুই পরিবারই একসাথে মিলেমিশে কোম্পানীটাকে আরো বড় করতে পারি'। মনীষা রুদ্র হেসে বললেন, 'না মিস্টার মল্লিক, তা হয় না, স্কুলে অঙ্ক শেখানো আর কোম্পানীর হিসাব রাখা এক কাজ নয়। ঐ কাজ আমাকে দিয়ে হবে না, তা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের অঙ্ক শিখিয়ে যে সন্তুষ্টি সেটা আমি ওখানে পাবো না, আমাকে মাপ করবেন'।

মনীষা রুদ্র ওনার ছেলের বউ রীনার চোখে বুড়ি ও সেকেলে। কথাগুলো মানবের পছন্দ না হলেও প্রায়ই শুনতে হয়, কিন্তু জোর গলায় আপত্তি করার ক্ষমতা মানব হারিয়ে ফেলেছে। মাকে মানব এখনো মন দিয়ে ভালোবাসে, কিন্তু সেটা প্রকাশ করার সাহস নেই। রীনার মা অনিতা মল্লিকও অত্যাধুনিকা, এ পর্যন্ত একদিনও মানব তাকে শাড়ী পড়তে দেখেনি।

মনীষা রুদ্রের একমাত্র নাতনী ১১ বছরের শীলা কি করে ঐ পরিবেশে থেকে এমনটি তৈরী হোলো তা ভাবলে ওনার বুকটা কেমন করতে থাকে। এইটুকু মেয়ের মনে কেন এত বিদ্রোহ, কেন এত অসন্তোষ! ওনার স্পষ্ট মনে আছে, ৫/৬ বছর আগে শীলা একবার এক সপ্তাহের জন্য ওনার বাড়ীতে এসে একা একা ওনার সাথে কাটিয়ে যায়। বিজনেসের সাথে সাথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে মানব, রীনা, এবং রীনার মা-বাবা সবাই মিলে উত্তর ভারতের দিকে যায়। ঐটুকু মেয়ে ওদের সাথে যাবে না বলে কান্নাকাটি করে শরীর খারাপ করে ফেলায় অগত্যা শীলাকে ওরা মনীষা দেবীর কাছে রেখে যায়। মানব ও রীনা ওর জন্য কি আনবো জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল ঠাম্মির মতো শাড়ীপড়া একটা পুতুল আনতে। রীনা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'কি রকম রুচি'! বাবা মেয়েকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয় নিয়ে আসবো'।

ফিরে ওরা প্রায় ২ ফুট লম্বা একটা শাড়ীপড়া পুতুল নিয়ে এসে মেয়েকে উপহার দেয়। বাবা মা ভেবেছিল মেয়ে পুতুলটি দেখে আনন্দে নেচে উঠবে, কারণ - দারুণ সুন্দর সোনালী চুল, নীল চোখ, লাল ঠোঁট, তেমনি দুধে আলতা গায়ের রঙ। শীলা বল্লো, 'এটা মেমসাহেব, ওরা শাড়ী পড়ে না। আমাদের মতো গায়ের রঙ, চুলওয়ালা পুতুলই শাড়ী পড়ে। ঠাম্মিকে শাড়ীতে সুন্দর দেখায়, এই রকম পুতুলকে নয়'। পুতুলটাকে ফেরত দিয়ে মা-বাবাকে বল্লো, 'ওটা আমার চাই না'। মনীষা দেবী শীলাকে আদর করে বললেন, 'মা-বাবাকে দুঃখ দিয়ো না, ওটা তো ওরা তৈরী করেনি, যারা তৈরী করেছে তাদের দোষ'। শীলা বল্লো, ঐ রকম পুতুল না কিনলে ওরা আর পয়সা পাবে না বলে আর তৈরীও করবে না'। মানব হেসে বলেছিল, 'বাবা! এ যে অনেক বড়ো বিজনেস লেডি হবে'। রীনা হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলেছিল, 'ওয়ানডারফুল'!

প্রথম থেকেই মেয়ে যে অন্য রকমের সেটা ওরা ঠিক বুঝতে পারল না। আজ সেই শীলা ১১ বছরে পা দিয়েছে, তার ব্যক্তিত্বপ্রকট হয়ে সবার চোখে দেখা দিচ্ছে। সবার সঙ্গে মানবও নিজের মেয়ের মনের খবর খুঁজে পায় না, নিজেকে সে এখন অসহায় ভাবে। শীলা তাদের কাছে ঘনিষ্ঠ নয়, কেন সে তাদের সে রকম পছন্দ করে না, তা সে ঠিক ভেবে পায় না। মাকে একদিন মানব এসে দুঃখ করে বলেছে তারা মেয়েকে কত আদর করে সুন্দর সুন্দর জিনিষ কিনে দেয়, কোনো কিছুই শীলাকে চাইতে হয় না, তার আগেই সে পেয়ে যায়, অথচ সেই মেয়ে তাদের সে রকম পছন্দ করে না। মনীষা রুদ্র ছেলেকে বলেছেন, মেয়েকে জানতে হলে তার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, তাকে কিছু চাওয়ার সুযোগ দিতে হবে, অহেতুক জিনিষ দিলেই কারো মন পাওয়া যায় না।

শীলা আজ ঠাম্মির বাড়ী এসেছে। সে ইন্টারন্যাশানাল স্কুলে পড়ে। স্কুল তার দারুণ পছন্দ। বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের সাথে তার খুব ভাব, ঠাম্মিকে সে তাঁর বিভিন্ন দেশের বন্ধুদের গল্প করে শোনায়, ভবিষ্যতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে তাদের দেখার খুব আগ্রহ প্রকাশ করে। সুযোগ বুঝে মনীষা রুদ্র ওকে বল্লেন গ্রীষ্মে মা-বাবার সাথে দেশবিদেশ ঘুরে আসতে। বিদ্রোহিনী শীলা বল্লো, 'ওদের সাথে আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ওরা যেন কেমন! নিজের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে শুধু অন্যদের নকল করে। বাবার মাকে কিছু বলার সাহস নেই, মা নিজের চোখের, গায়ের, চুলের রঙ পাল্টে কেমন যেন নকল মত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আমি শুধু তোমাকেই পছন্দ করি, কারণ তুমিই শুধু খাঁটি'। মনীষা নাতনীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভবলেন আমার একমাত্র ছেলে সবার কাছেই হেরে গেল। ছেলেটা কত অসহায়! টীচার হয়েও নিজের ছেলেকে এতটুকু সাহায্য করতে পারলেন না, যাতে তার ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। মনীষা দেবী শীলাকে বুকে জড়িয়ে বল্লেন, 'দিদিভাই, আর যা করিস, নিজের ব্যক্তিত্বকে অন্যের কাছে কোনো দিন হার মানতে দিস না। সৎ পথে থেকে সবাইকে ভালবেসে মাথা উঁচু করে চলিস'। মনীষা রুদ্রের চোখ থেকে দু ফোঁটা জল টসটস করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

Escapades of a New Homeowner

Part 1:(Finding Dream Home)

Aradhana Bhattacharya

"The interest rates have dropped to an all time low…the earnings at the bank are not that great!!!!! Also most of our friends are thinking about buying a house, what should be our POA?"

The answer was simple: "Lets buy a house"

With our homeowner friends screaming "Location; Location, Location" into our ears at least we had decided on that.

Bubbling with anticipation of the unexpected, we started our house hunting. The first step in that direction; or so we thought was to get an agent. That was not a very difficult proposition, especially with the boom in real estate triggering a multitude of agents to shoot up from the most unforeseen corners like daffodils in spring!

Zing - very active and a very pregnant Chinese lady came to our rescue. Each weekend rain or shine, Zing would religiously take us around showing us houses both new and old, hoping perhaps this would be the one for us.

Little did she know about the first time Indian homebuyer's psyche! Big house, top condition, right directions (east-west-north-south), outstanding locale, low price - all in one.

Being new to this game, we had set our standards too high! In addition, there was this galaxy of jargons to get used to. Initially we could not differentiate hardy- plank from stucco. After quite a few nights and weekends of 'Home buying for dummies', MSN house & Home and the like, we were talking "elevation, amortization, CMA, inspection and warranties".

As far as '*finding dream house'* is concerned, the story goes like this:

The layout was to our liking but the yard looked too small. The directions were just what we wanted but the colors were exactly what we did not! East facing, kitchen- island, wooden cabinets, brick front, hardwood floors, outdoor-landscaping….the list just did not end there.

As days went by we our dream house seemed to exist more in the '*neverland*'.

Getting over the initial disillusionment, our '*I Want'* scratch pad experienced a major downsizing. The checklist got more realistic as time was running out and so was our patience.

Quite a contrast to our plunging mental graph, Zing's was at all times a constant curve.

A constant curve of energy and gusto that is! In spite of her condition, her zest could give most of us quite a beating. Many a times I thought she was an ideal candidate for 'the most zealous agent' award if there was any.

Perhaps this trait was the key to her success but could that help us find what we were looking for?

One hot sunny afternoon, after three rounds of combing operation, oozing with perspiration and drooping with exhaustion, headache and hunger, we parked a little away from the last house to be inspected for the day. Honestly, our spirits weren't too high as all the three houses that we had visited earlier had some problem or the other. Wanting to make this a quick one, we limped towards the entrance with me lagging a few steps behind, tugging at the checklist crushed inside my bag without much enthusiasm. Halting momentarily, I threw a cursory glance taking in the surroundings. After a full 360 degrees, my eyes stopped at the brick front and the stone landscaping. Though not very elaborate it lent a look of distinction to the dwelling. Next I spotted the bay window in front. "Was I seeing things or is this for real?" Strangely my headache had started to clear away! Hastily I made my way into the foyer.

Hardwood floor – *checkmark*

Tiled dining area - *checkmark. PS: additional bay window.*

Colors – a pleasing shade of beige that made the place look roomy

The contour of my lips was steadily changing from convex to concave….

Dizzy with expectation I trotted further in. The living room opened up with a cathedral ceiling. "Wow!" Next to it was a compact kitchen *but no wooden cabinets*! The interior was dressed with expensive leather furniture, extravagant drapery (my all time weakness) and lush green indoor plants, lending it a model-house look. An overdose of 'Open house' and HGTV I thought! Climbing up a flight of stairs we ventured into the master bedroom. Clad in a welcoming sea green it had potential to be our passport to tranquility.

His & hers' sinks in the master bath, mid sized guest bedroom & kids room, carpet in good condition, spacious laundry room…the ticks in our checklist were for once beginning to score more than the crosses. The rest of the house was not an exactly a carbon copy of what we had in mind, yet not entirely a departure from it either. It offered us a new perspective. We heard ourselves saying "yes..yes" instead of the "no…nos…." in the earlier houses.

As my better half indulged in taking note of the other minute details, I was starting to fall in love with the place. "Yes this could be our dream home," I thought.

Zing sensing *buyer's euphoria* proposed to make an offer. Still trying to drink in the suddenness of the turn of events, we asked for some time.

On the way out we were quick to spot two more prospective buyers waiting impatiently with their agents. "Was this a hot property?" the question lingered in our minds for the rest of the drive home.

Not wanting to let this chance slip out of our hands we gave the green signal to Zing. "Go ahead with the offer". The paperwork was ready by the night and the documents were presented to the owner's agent next morning.

A few hours passed .We waited patiently. No news from Zing till then. Beginning to get a little restless I and my husband called each other a number of times with nothing else but "any news as yet?" Trying to concentrate on the regular chores, I jumped at every ring of the phone & ran towards it. Our patience was running out and so were the twenty-four hours within which we were supposed to get a response. Finally we heard from Zing. The owner had presented a counter offer that was not very close to what we had proposed.

Feeling a pinch of disappointment, we had several questions running through our minds like wild horses. "Is the seller motivated or is he just killing time? What should be our next offer? Will we get this house or start all over?" The thought of waking early each weekend yet again and tediously dragging ourselves through a bunch of new houses almost paralyzed us with weariness.

Not sure as to what should be our next move, we turned to Zing for advice. Not a pro at the bargaining table, we wanted to give a final offer and get over with it. However, that was not what Zing had in mind. She wanted to know what would be our final figure. Keeping that in mind she took us along, flying up and down on a roller coaster of negotiations, with Zing in the drivers seat. After a few sharp ascends and descends not only in the value but also in add-ons we had reached a decision. The seller had agreed & the house was under contract!

On learning this we went ecstatic with joy and relief. There was a feeling of achievement in the air. Though our mortal selves struggled to live a normal life amidst the luxuries of the apartment in which we had once basked, our minds flew away to reside in the house that was going to be ours within just a few days. In this state of surreal surrender, I found 'Surprise by Design' and 'Painted house' had taken over a vast majority of my everyday living. Housework seemed mundane; I spent most of my time lost in home improvement books, ardently making notes that would come handy in future.

One thing that could still turn the table around was 'Inspection'.

Luckily it went on well. The seventy-six year old young man did not leave any stone unturned! He even made a note of the missing doorstopper in the guest bathroom in his report. "This house is one of the few houses that I have seen in ship-shape". With this verdict this episode was ending on a happy note.

Zing had made detailed notes as to what to expect during the closing as her date was drawing near. Baby Lisa was due any day now.

On the day of the closing we traveled miles to reach the attorney's office. Took wrong turns, got lost and finally landed there. However, we were not the last ones to arrive. The seller had also met with the same fate! Much to our surprise the paperwork did not take from dusk to dawn as we had heard from our friends!

"Welcome to the world of homeowners" said Zing with a chuckle. Now she could go to the hospital in peace. We could not thank her enough for all she had done for us in her condition. With one set of keys jingling in hand we puffed out a sight of relief. Must say it was a great feeling. Rupturing with jubilation we had a constant smile pasted on our face. "Lets go and take some measurements," I said. That was OK with the (*previous)* owners as well. We were not getting enough of the house it seemed. Humming along with the tune of '*yeh tera ghar, yeh mera ghar, yeh ghar bahut hasin hain'* we merrily drove away in bliss.

What happened thereafter is another story. I think I shall save it for next time……

PUJARI CROSSWORD PUZZLE

A	S	J	Y	G	E	G	V	J	R	S	C	F	O	N
M	H	O	I	A	S	O	B	E	R	B	F	M	A	X
A	T	A	L	H	W	S	C	H	S	E	N	A	G	D
R	P	T	X	O	K	I	F	U	I	Z	G	T	A	I
D	T	S	E	I	T	A	W	S	A	R	A	S	T	W
F	O	B	H	A	E	W	S	X	O	P	T	S	N	A
F	C	Q	T	R	P	B	I	I	S	H	E	E	A	L
W	R	I	O	U	J	U	N	N	A	Z	R	U	L	I
I	O	G	H	O	L	I	J	K	E	B	G	A	T	V
N	A	D	F	Q	N	Q	U	A	H	Z	Y	B	A	B
T	A	W	A	W	X	R	O	G	R	K	S	E	Q	Z
K	L	G	H	C	B	O	T	G	F	I	P	J	N	I
T	V	U	R	O	A	F	B	U	M	Y	A	V	A	I
T	B	G	E	U	A	C	V	P	M	V	R	G	F	R
A	R	S	D	Z	D	Y	U	O	D	O	Z	C	O	Q

ATLANTA
BAISAKHI
DIWALI
DRAMA
GAAN
GANESH
HOLI
NAZRUL
PUJARI
RECITATION
SARASWATI
SOLO
TAGORE
THAKUR

(Answer on page # 15)

My Tryst with Bengal and Bengalis

P.V.Krishnamoorthy

Director General (Doordarshan) (retd), Former Vice Chairman, Sangeet Natak Academy

"Kishto, Khabar khaytay esho, deri hoye gache". This is one Bengali sentence that has got deeply etched in my memory right from my childhood days in Rangoon, Burma. This was the never failing call of Mrs De, our neighbor, to her son Kishto every night at about 9P.M! Kishto, of course, was half asleep and had to be woken up. Bengalis do eat their dinner very late. Don't they? I loved the pet name Kishto and being a Krishna I longed to be called Kishto but, alas was destined to be called in alphabets PVK. At school we had a Bengali drill master, Mr. Ghosh who was like most Bengalis, a multi faceted personality. Ghosh Mahishai, besides helping us to build our bodies also refined our sensibilities by teaching us Bengali devotionals and light songs. He even made us dance. Alas, I remember only the tunes and the words are lost.

On Sundays while returning from the art class at school I could not resist the temptation of halting at the Brahmo Samaj, shouting distance from my house, where the congregation sang soulfully to the accompaniment of the organ. The deep and sonorous sound of the organ captivated me and I longed to learn to play that instrument .I was hardly seven or eight years old and had to wait for six more years before I could poach on my elder brother's harmonium. In the meantime I was fascinated by the booming voice of Dilip Kumar Roy singing his father's composition "Dhana Danya pushpobora". Listening to Dilip Roy made one realize the importance of voice training. In the late thirties a PHILCO radio set entered our life and I was fascinated by the music lesson on AIR Calcutta conducted by the maestro Pankaj Kumar Mullick. Every Sunday morning, after my listening to Brahmo music I rushed back home and got glued to the Philco Radio listening intentenly to Pankaj Babu conducting the music lesson in his own inimitable style. You felt that he was there right in front of you. He taught both adhunik and Tagore songs. With my harmonium on my lap I picked up the tunes fairly easily but the words were a problem. My Bengali friends helped me out later.

It is most intriguing that three decades later I had the rare opportunity of calling on Pankaj Babu at his residence in connection with a TV documentary we were producing on this genius. During a short break in the shooting, when nobody was around, I shyly mentioned to him that I was an ardent listener/student of his radio music lessons. I was horrified when he asked his harmonium to be brought and asked me to sing any of the songs that I had learnt through Radio. I dared not sing (may be my southern accent) but did play "Prabhu Adhar Para"on his harmonium and was pleasantly surprised when a broad smile crossed his face approvingly. I do not remember the exact words but broadly he said that he considered it a great compliment that his music lessons also attracted a non Bengali. He then added how he, along with Rai Babu and BN Sircar of New Theatres made K.L.Saigal sing Tagore songs like Amar Rath Pohalo, Ajkhelar Bangar Khela in the Bengali film Parichai. It was not easy to convince the purists of Bolpur though!

In 1944 I joined the External Services Division of AIR at Delhi. We had to choose a catchy signature tune for the service and the unanimous choice fell on R.C.Boral's title music for the New Theatre's hindi film Lagan. I still remember the number of the record H 964! It was a hit and I believe it is still being played in some service. Similarly we chose Tagore.s Dheeray dheeray Bhao for the Bengali service and Timir Baran.s title music from Raj Nartaki for another service. All Bengali composers! What a coincidence!

While in Delhi I had the privilege to learn a few Tagore songs like Hinshai Onu Matho prithi, Sankho thero bivo lata from Smt. Arundhati Mukerji. Her husband Prabhat was my immediate boss. The couple encouraged my interest in Tagore songs. As a bachelor when I was searching for living accommodation in Delhi a Bengali family vacated their barsati and asked me to stay there free of charge. Again Rabindra Sangeet came to my rescue. Another Bengali lady helped me to make up my mind about the girl I ultimately married. Her son Prithwish was a good singer. When the National Orchestra was formed in AIR Pandit Ravi Shankar was its first Conductor/Director. This gave me ample opportunity to get close to him and get inspired by his compositions. I first met Anil Biswas when he came to Cuttack with Talat Mahmoud and Meena Kapur. I recorded a oriya duet by Talat and Meena which became very popular. I have been very close to Anilda since then and when he joined AIR as Director of the National Orchestra there were opportunities galore for me to interact with him. I was specially attracted to his rendition of Bengali kirtan. It was soul stirring.I had the rare honour to present him the Sangeet natak Academi Award at his residence as the then Vice Chairman of the Academi. One remembers fondly the numerous adda sessions with Naina Devi. Sunil Bose and Anilda. In his recent demise I have lost a friend and guide.

I had the good fortune to be posted as Station Director of AIR Calcutta on two occasions. Those were very anxious days what with the naxal movement at its height. But inspite of the political turmoil the unstinted cooperation I had from the artist community was exemplary. Recordings and rehearsals were held at odd hours but the artists were there spot on time. My first recording was for the programm E masher Gaan. Sandhya Mukerji was the artist and the lyric "Janina Kothai Dooray" was penned by Syamal Gupta. It was an instant hit. I had composed it based on the raga Mohana Kalyani.Simultaneously I recorded a duet of Sandya with Syamal Mitra(O shonar Kanya go).It was based on a Tamil folk song. This too went down well with the audience. The solo "Bela Holay Oboshan"an adhunik, sung by Syamal Mitra was popular too. There was a pleasant surprise for me when I heard this song sung by a Bangladeshi artist in Dacca. When I asked him who was the composer he said he heard it in E masher Gaan and the composer was some madrasi!!I had real satisfaction when I did a Raagpradhan type of song "Nibheygalo deep"specially for Manabendra Mukerji. He did an excellent job and sang with lot of fervour..Others who sang my compositions are Arati mukerji (Mowna Binaray) Sipra Bose (Kaustuba harni) Nirmala Misra (akheno acche raat) and a few others. It was my good fortune that eminent lyricists like Gauri Prasanna Majumdar, Pulak Bandhopadhya and Syamal Gupta agreed to write lyrics for my compositions. All this would have been impossible but for the tremendous support I had from accompanists like Alok Dey, Radhakant Nandi, Ali Hussain and Asish Khan. Alok, specially, was a tower of strength.Having Gyan Prakash Ghosh ,V.G.Jog and the indefatigable Biman Ghosh on the staff was also a plus point. Another memorable event was the visit of Kanan Devi to the studios and she was surprised when I sang snatches of her popular film songs like Akashe Helan and Toray shathey thar ari.Her husband Haridas Bhattacharji was my class mate in Rangoon university.Pahari Sanyal was present when I started the Yuva Vani service in Calcutta with the enthusiastic assistance of Ruma Guha Thakurta and he appreciated my encouraging budding talent. As a novelty the whole programme was compered by Pankaj Saha in verse!

It was a great day for me when Rai Chand Boral came to the studios to attend the rehearsal of my prestigious production Bharat Teerth which was to be broadcast in The National Programme. The programme was a musical journey on the wings of song starting from Meghalaya to Assam, Bengal,Santhal country, Orissa, Andhra Pradesh. Tamil Nadu. Karnataka, Kerala,Goa, Maharastra, Gujarat, Rajasthan,Punjab , Himachal, Kasmir and ending on the waters of the Sangam at Allahabad.

The selections were largely traditional and folk tunes. It is a matter of pride that all the songs were rendered by Bengali artists only.Rai Babu's presence was a tonic and it was truly gratifying when he warmly applauded the attempt at unification of the country through music. In my conversation with him I confessed that I have been greatly influenced by his music specially his scintillating orchestration and the apt alchemy of classical, folk western and specially kirtan. When I mentioned that I ranked his title music for the Bengali film Porichai as orchestration at its best he agreed and added that not many care to listen to title music which is lost in the cacophony of sounds in the theatre.

Rai Babu was already in frail health and as I saw him walk away I remembered his composition sung by Saigal "Jokon Robona Ami Din Holay Oboshan. Amaray Bhulia Jeyo, Monayroko more Gaan" Yes Rai Chand Boral will be remembered by his songs

Ending on a more positive note, I recently had the pleasure of playing my Yamaha and singing Bengali songs to a small audience of close family and friends. The occasion? My granddaughter's wedding… to a young Bengali boy of her choice! My association with Bengal and Bengali's is truly special.

Language	Happy New Year!
Arabic	Kul 'am wa antum bikhair
Basque	Urte Berri on
Bengali	Shuvo noboborsho
Chinese (Cantonese)	Sun nien fai lok
Chinese (Mandarin)	Xin nian yu kuai
Czech	Stastny Novy Rok
Dutch	Gelukkig nieuwjaar
Esperanto	Bonan Novjaron
Finnish	Onnellista uutta vuotta
French	Bonne année
German	Ein glückliches neues Jahr
Greek	Eutychismenos o kainour-
Hawaiian	Hauoli Makahiki hou
Hebrew	Shana Tova
Hungarian	Boldog uj evet
Indonesian (Bahasa)	Selamat Tahun Baru
Italian	Felice Anno Nuovo or
Japanese	Akemashite Omedetou
Korean	Sehe Bokmanee
Laotian (Hmong)	Nyob Zoo Xyoo Tshiab
Latin	Felix sit annus novus
Nigerian (Hausa)	Barka da sabuwar shekara
Norwegian	Godt Nytt År
Philippines (Tagalog)	Manigong Bagong Taon
Polish	Szczesliwego Nowego
Romanian	La Multi Ani si Un An Nou Fericit
Samoan	Ia manuia le Tausaga Fou
Spanish	Feliz año nuevo
Swahili	Heri za Mwaka Mpya
Swedish	Gott Nytt År
Vietnamese	Chuc mung nam moi
Welsh	Blwyddyn Newydd Dda

Did You Know?

Sudeshna Datta

1. How large can a pumpkin grow?
   In the year 2000, the largest pumpkin grew up to 1,500 kilograms in a contest in Michigan.
2. Do tomato frogs really eat tomatoes?
   No, they feed on other invertebrates in the wild.
3. What is a lifespan of a turtle?
   It lives for one hundred and twenty year
4. What is the lifespan of a killer whale?
   It can live for about 90 years!!
5. What is your body made of?
   Nearly half of your body is made of muscles.
6. Where did earth's moon come from?
   Some planetary believe that the moon was formed when an object collided with earth about 4 million years back. The debris from the massive collision started orbiting earth.
7. How fast does hair grow?
   You loose and gain about 90 hairs a day.
8. How many times does your heart beat?
   Your heart beats about 100,000 times a day.
9. How many breaths do you take a day?
   Average person breathe about 230,000 times a day.
10. On average how many times does a person blink everyday?
    Each person blinks at least 10,000 times a day

To be continued in the next edition.....

Recipe Corner

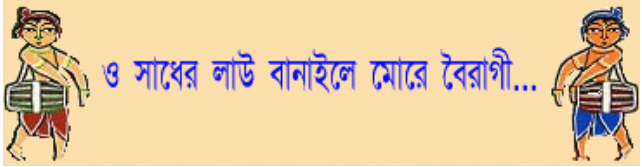

Butter Chicken

Ingredients: Tandoori Chicken 1 whole,
Butter 50 gms,
Cream 1 cup,
Tomato puree 3 cups,
Garam Masala Powder 2 tsp.,
Red chilli powder 1 tsp.
Coriander powder 1/2 tsp.
Ginger paste 1 tsp.
Garlic paste 1 tsp.
Green chilli paste 1 tsp.
Salt to taste and
Chopped green coriander leaves for garnishing

Method:

1. Take 1 whole tandoori chicken and cut it into pieces.

2. Heat half of the butter in a frying pan. Add ginger garlic and green chilli paste and saute for 1 minute. Add chicken pieces and fry until brown from all the sides. Remove and keep aside.

3. Add the remaining butter and reheat. Add tomato puree, red chilli powder, garam masala powder, coriander powder and salt. Stir well.

4. Add little water just enough to make a thick gravy and bring it to boil on high. Reduce the heat and add chicken pieces.

5. Stir gently to coat all the chicken pieces with tomato gravy. Add 1/2 cup cream and simmer for 10 minutes.

Garnish with coriander leaves and rest of the cream and serve hot.

Patishapta

Ingredients:

120 gms flour
60 gms rice flour or finely powdered rice
1/8 teaspoon sodium bicarbonate
250 ml milk
ghee for shallow frying

For Filling:

100 gms fresh coconut, grated (approx. 100 gms coconut meat)
100 gms sugar
100 gms thickened milk/kheer or ½ cup condensed milk (omit sugar if used)
nuts and raisins, chopped and added to filling (optional)

Preparation :

1. In a bowl mix flour, rice flour and bicarbonate of soda with milk. Mix to a smooth batter and set aside for half an hour.

2. In a karai, stir together the coconut, sugar and milk until they adhere together in a soft moist mass.

3. Remove karai from the fire and allow filling to cool.

4. Heat a 6 inch frying pan and grease with a drop of ghee. Swirl pan around so that it is evenly coated with the hot ghee.

5. Drop 2 tablespoons batter into the frying pan and swirl pan around to coat evenly with batter.

6. Allow batter to set and cook until underside of Patishapta at one end.

7. Fold Patishapta over filling and roll over to the other end. Remove from pan.

Serve hot or cold.

(Answer of Pujari Crossword Puzzle)

```
A S + + + + + + + R + + + + N
M + O I + + + + E + + + + A +
A + + L H + + C H S E N A G D
R + + + O K I + + + + G + A I
D + + + I T A W S A R A S T W
+ + + + A E + S + + + T + N A
+ + + T R P + + I + H + + A L
+ + I O + + U + N A Z R U L I
+ O G H O L I J K + B + + T +
N A + + + + + U A + + + + A +
T A + + + + R + + R + + + + +
+ + G + + + + + + + I + + + +
+ + + R + + + + + + + + + + +
+ + + + U + + + + + + + + + +
+ + + + + D + + + + + + + + +
```

(Over, Down, Direction)

ATLANTA(14,10,N)
BAISAKHI(11,9,NW)
DIWALI(15,3,S)
DRAMA(1,5,N)
DURGA(6,15,NW)
GAAN(12,4,NE)
GANESH(14,3,W)
HOLI(4,9,E)
NAZRUL(9,8,E)
PUJARI(6,7,SE)
RECITATION(10,1,SW)
SARASWATI(13,5,W)
SOLO(2,1,SE)
TAGORE(1,11,NE)
THAKUR(12,6,SW)

Cultural Programme

Emcees: Tania Majumdar & Jaba Ghosh

"Udbodhan" – Group songs of Rabindranath Tagore	
Conception & Direction	Tania Majumdar
Vocals	Tania Majumdar, Haimanti Mukhopadhyay, Sharmeen Omar-Ahmed, Kasturi Basu, Sonali Roy, Suzanne Sen, Kalyan Mukherjee, Riyadh Ahmed, Prabir Bhattacharya & Amitava Sen
Music	Tirthankar Dasgupta & Amitava Sen
Presentation & Sound	Samaresh Mukhopadhyay & Kallol Nandi
"Birpurush" – Children's dance drama	
Conception & Direction	Bahni Nandi
Recitation	Sounak Das
Music	Amitava Sen, Prithwiraj Bhattacharjee, Rahul Roy, Rakhi Banerjee, Rupa Bhowmick, Tania Majumdar & Kallol Nandi
Stage Decoration	Paromita Ghosh, Sutapa Datta, Sutapa Das, Monali Chatterjee & P.K. Das
Jewelry Design	Monali Chatterjee
Light & Sound	Dipankar Mitra & Kallol Nandi
Cast	
Birpurush	Kriti Nandi
Ma	Sudeshna Datta
Gramer Bou	Moyna Ghosh, Kuheli Mitra & Nikita Agarwal
Gramer Meye	Eleena Ghosh, Parama Mukhopadhyay, Ananya Ghosh, Rupkatha Banerjee, Sharanya Mukherjee, Olivia Datta & Pryanka Das
Santali Meye	Briti Nandi, Isheeta Mukherjee & Kriti Lodh
Palki Behara	Novonil Banik, Rick Saha, Josh Saha & Atul Lodh
Decoits	Ronak Mukhopadhyay, Rohan Mandal, Aryaman Das, Arnab Chot-topadhyay, Indranil Bhattacharyya, Sampriti De, Shejuti Banik & Ananya Roy
Baul	Suparna Chaudhuri
Dance with Rabindrasangeet – Bishakha Sen	
Nana Chokhey Rabindranath – Poetry about Tagore	
Compilation & Presentation	Richa Sarkar

Cultural Programme

(Continued from previous page)

"Saajher Ronge Ushar Raage" – a compilation of Nazrul's and other	
Conception & Direction	Banhi Nandi
Compilation	Richa Sarka
Recitation	Richa Sarkar & Sanjib Datta
Dance	Banhi Nandi, Rupa Bhowmick, Suzanne Sen, Dola Roy, Reema Saha, Soma Datta & Sonali Roy
Vocals	Rakhi Banerjee, Rahul Roy & Indrani Danave
Music	Tirthankar Dasgupta, Apurva Shrivastava, Aditya Shrivastava, Rafi Akbarzada & Amitava Sen
Recitation – Dr. Manik Ali	
"Tobu Mone Rekho" - a compilation of Bangla Adhunik songs	
Conception & Direction	Prasanta Chakravarty
Recitation	Sutapa Das & Kalyan Mukherjee
Vocals	Prasanta Chakravarty, Tirthankar Dasgupta & Rakhi Banerjee
"Bangla Dhara" presents Manoj Mitra's "Naishabhoj"	
Life in a small village: the hungry eyes of sly fox-turned-men, the complete surrender to God of the poor in wretched huts, the hopes and despair of lost young hearts, the eternal class struggle between the haves and the have-nots – all these comprises our play tonight – "Naishabhoj"	
Author – Manoj Mitra	
Director	Ahmed Arif Palash
Light & Sound	Shameemul Islam Shameem & Dipankar Mitra
Background Music	Amitava Sen & M H Akhmal
Video Recording	Suzanne Sen
Cast	
Character	***Actor***
Nayantara	Tohida Arif
Chhoku	Ahmed Arif Palash
Mokhtar Hafiz	Mahbubur Rahman Bhuiyan
Khoyer Ali	Shameemul Islam Shameem
Khan Bihari Khan	M H Akhmal
Sindhi Khan	Mahboob Rahman
Piyar Khan	Modhidul Moula Dilu

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এম্ সি: তানিয়া মজুমদার ও জবা ঘোষ

উদ্বোধন -- সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত	
পরিকল্পনা ও পরিচালনা	তানিয়া মজুমদার
গান	তানিয়া মজুমদার, হৈমন্তী মুখোপাধ্যায়, শার্মীন ওমার-আহমেদ, কস্তুরী বসু, সোনালী রায়, সুজ্যান সেন, কল্যাণ মুখার্জি, রিয়াধ আহমেদ, প্রবীর ভট্টাচার্য্য ও অমিতাভ সেন
সঙ্গীত	তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত, অপূর্ব শ্রীবাস্তব ও অমিতাভ সেন
প্রস্থাপনা ও শব্দ পরিকল্পনা	সমরেশ মুখোপাধ্যায় ও কল্লোল নন্দী
'বীরপুরুষ' -- ছোটদের নৃত্যনাট্য	
পরিকল্পনা ও পরিচালনা	বহ্নি নন্দী
আবৃত্তি	সৌনক দাশ
সঙ্গীত	অমিতাভ সেন, পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য্য, রাহুল রায়, রাখী ব্যানার্জি, রুপা ভৌমিক, তানিয়া মজুমদার, কল্লোল নন্দী
মন্চসজ্জা	পারমিতা ঘোষ, সুতপা দাশ, সুতপা দত্ত, মনালী চ্যাটার্জী ও প্রিয়কুমার দাশ
অলঙ্কারসজ্জা	মনালী চ্যাটার্জী
আলোক ও শব্দ পরিকল্পনা	দিপঙ্কর মিত্র ও কল্লোল নন্দী
কলাকুশলী	
বীরপুরুষ	কৃতি নন্দী
মা	সুদেষ্ণা দত্ত
গ্রামের বৌ	ময়না ঘোষ, কুহেলী মিএ, নিকিতা আগরওয়াল
গ্রামের মেয়ে	এলীনা ঘোষ, পরমা মুখোপাধ্যায়, অনন্যা ঘোষ, রুপকথা ব্যানার্জী, শরণ্যা মুখার্জী, অলিভিয়া দত্ত, প্রিয়াঙ্কা দাশ
শাঁওতালী মেয়ে	বৃতি নন্দী, ইশীতা মুখার্জী,, কৃতি লোধ
পাল্কী বেহারা	নভনীল বনিক্, রিক সাহা, যশ সাহা, অতুল লোধ
ডাকাত	রৌনক মুখোপাধ্যায়, রোহন মন্ডল, আর্যমন দাস, অর্ণব চট্টপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য, সম্প্রীতি দে, সেঁজুতি বনিক্, অনন্যা রায়
বাউল	সুপর্ণা চৌধুরী
রবীন্দ্রসঙ্গীত নৃত্য - বিশাখা সেন	
'নানা চোখে রবীন্দ্রনাথ' -- আবৃত্তি	
পরিকল্পনা ও পরিচালনা	ঋচা সরকার
'সাঁঝের রঙে উষার রাগে' -- নজরুল ও রাগপ্রধান নৃত্যগীতি আলেখ্য	
পরিকল্পনা ও পরিচালনা	বহ্নি নন্দী
গ্রন্থনা	ঋচা সরকার
পাঠ ও আবৃত্তি	ঋচা সরকার, সঞ্জীব দত্ত
নৃত্য	বহ্নি নন্দী, রুপা ভৌমিক, সুজ্যান সেন, দোলা রায়, রীমা সাহা, সোমা দত্ত, সোনালী রায়
গান	রাখী ব্যানার্জি, রাহুল রায়, ইন্দ্রাণী দানাভে, মহুয়া মুখার্জি
সঙ্গীত	তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত, অপূর্ব শ্রীবাস্তব, আদিত্য শ্রীবাস্তব, রফি আক্বরজাদা ও অমিতাভ সেন
আবৃত্তি - ডাঃ মানিক আলি	

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

‘তবু মনে রেখো’ -- বাংলা আধুনিক গীতি আলেখ্য’	
পরিকল্পনা ও পরিচালনা	প্রশান্ত চক্রবর্ত্তি
আবৃত্তি	সুতপা দাশ ও কল্যাণ মুখার্জি
গান	প্রশান্ত চক্রবর্ত্তি, তীর্থঙ্কর দাশগুপ্ত ও রাখী ব্যানার্জি

‘বাংলা ধারার’ নিবেদন -- মনোজ মিত্রের নাটক ‘নৈশভোজ’

নাটকের কথা---

ছোট একটি গ্রাম, মানুষরূপী শেয়ালের ধূর্ত ক্ষুধার্ত চোখ--- দরিদ্র গৃহ জরাজীর্ণ কুটিরে ধুকে মরা মানুষের পরিপূর্ণ সর্মপণ বিধাতায়--- লজ্জাবনত প্রেম, পথভ্রষ্ট যুবকের যৌবনাপ্লুত হৃদয়ে আশা নিরাশার খেলা--- শোষক ও শোষিতের চিরন্তন শ্রেণী বৈষম্যের চিত্র--- এই নিয়ে আমাদের আজকের নাটক--- ‘নৈশভোজ’

রচনা - মনোজ মিত্র	নির্দেশনা - আহমদ আরিফ পলাশ
মঞ্চ সজ্জা ও পরিকল্পনা	আহমদ আরিফ পলাশ
আলোক ও শব্দ পরিকল্পনা	শামীমুল ইসলাম শামীম ও দিপঙ্কর মিত্র
সঙ্গীত পরিচালনা	অমিতাভ সেন ও এম, এইচ, আকমল
চিত্রয়নে	সুজ্যান সেন
কলাকুশলী	
চরিত্র	**রূপায়নে**
নয়নতারা	তৌহিদা আরিফ
ছকু	আহমদ আরিফ পলাশ
মোক্তার হাফিজ	মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া
খয়ের আলী	শামীমুল ইসলাম শামীম
খান বিহারী খাঁ	এম, এইচ, আকমল
সিন্ধী খাঁ	মাহবুবুর রহমান
পিয়ার খাঁ	মহিদুল মওলা দিলু